কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেল ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় অনিমা দে (৮০) নামে এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার রাজাপুর গ্রামে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত অনিমা দে উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মৃত হিল্লাল দে’র স্ত্রী । পরিবার সূত্রে জানাযায়, বুধবার সকালে অনিমা দে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় পার হচ্ছিলেন।
এসময় পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি মোটরসাইকেল অনিমাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সে মাথায় গুরতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহে কঠোর লকডাউন শুরু, নতুন আক্রান্ত ৩০, মৃত্যু-১

ঝিনাইদহে নতুন করে আরও ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। ২৪ ঘন্টায় ৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩০ জনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তের হার ৪৭ দশমিক ৬১ ভাগ।

সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, সকালে ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে আসা নমুনার ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। এনিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত রোগির সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৪’শ ২১ জনে। এছাড়াও ২৪ ঘন্টায় কনোরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১ জন।

মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৭১ জন। এদিকে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে আজ সন্ধ্যা ৬ টা থেকে আগামী ৩০ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত জেলাব্যাপী

লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

গত সোমবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে করোনা প্রতিরোধে এক জরুরী সভায় এ সিন্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে আগামী ৩০ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত লকডাউন চলবে।

এসময় বন্ধ থাকবে দোকানপাট, মার্কেট, শপিংমল, হোটেল-রেস্তোরা ও বন্ধ থাকবে গণপরিবহণ। তবে খোলা থাকবে ঔষধের দোকান। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। লকডাউন কার্যকরে শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পক্ষ থেকে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কেটে এক জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কেটে গনেশ চন্দ্র (৫৮) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর রেল ষ্টেশন প্লাটফর্মে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত গনেশ পৌর শহরের রেল ষ্টেশন পাড়ার মৃত নিতাই চন্দ্রের পুত্র।

স্থানীয়রা জানায়, গনেশ ট্রেনে হকারী করে জীবণ-যাপন করতো। মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গাগামী রকেট মেইল ট্রেন কোটচাঁদপুর ষ্টেশন ছেড়ে দিলে গনেশ তড়িঘড়ি করে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে ট্রেনের নিচে পড়ে যায়। এসময় ট্রেনের চাকায় তার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। যায়।

কোটচাঁদপুর রেল ষ্টেশন মাষ্টার গোলাম মোস্তফা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে আনসার ভিডিপি’র উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অভিযান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশব্যাপী নব্বই হাজার গ্রামে বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৩টায় ঝিনাইদহ আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ঝিনাইদহ জেলাব্যাপি বৃক্ষরোপণ অভিযানে কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ঝিনাইদহের ০৬ উপজেলার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আনসার ভিডিপির সদস্য ইউনিয়ন দলনেতা-নেত্রীদের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের মোট ২৪০০ চারা বিতরণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণ অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনসার ভিডিপি’র উপপরিচালক ও ঝিনাইদহ জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ আশিকউজ্জামান। প্রধান অতিথি উপস্থিত ইউনিয়ন দলনেতা দলনেত্রীদের হাতে গাছের চারা তুলেদেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকতা মোঃ ফরহাদ, ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর সোনালী খাতুন ও সাগর হোসেন সহ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ।

ঝিনাইদহে জোড়া পুকুর থেকে লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়া জোড়াপুকুর থেকে জামাল বিহারী (৬০) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার সকালে লাশটি উদ্ধার করা হয়। জামাল বিহারী শহরের কাঠালতলা এলাকার মৃত লিয়াকত বিহারীর ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, সকালে পুকুরে লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে ওই ব্যক্তির লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ তাৎক্ষনিক জানাতে পারেননি তিনি।
মৃত ব্যক্তির বোন ডলি বিহারী বলেন, আমার ভাই একটু পাগল পাগল ছিল। বাড়িতে থাকতো না। শহরে ঘুরে ঘুরে কাগজ কুড়াতো। কিভাবে মারা গেল পুলিশ তার তদন্ত চালাচ্ছে।

ঝিনাইদহে পুলিশ সদস্যসহ দুইজন করোনা রোগীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধিন অবস্থায় পুলিশসহ দুই করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরো দুই জন। মৃত পুলিশ কনষ্টেবলের বাড়ি মাগুরা জেলায়। ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা গেছে,

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে ২’শ ৫ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৯৫ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৪’শ ৯১ জনে। ২৪ ঘন্টায় করোনায় ২ জন ও উপসর্গ নিয়ে আরো দুইজনসহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ৬৯ জনে। তবে জেলায় করোনার সংক্রমনের হার দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি।

হাট-বাজার, দোকান-পাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মাস্ক, ছাড়াও কেনা- বেচা করছে ক্রেতারা। শহরের চলাচলে বিধি নিষেধ থাকলেও নিদের্শনা থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত। গাদা-গাদি করে হাট-বাজারে চলাচল করতে দেখা গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার সন্ধার পর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জরুরি সভায় আয়োজন করা হয়।

এ সভা থেকে কঠোর লকডাইনের মত সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে অনেকে ধারণা করছেন। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর

রশিদ জানান, ৫০ বেড়ের করোনা ওয়ার্ডে ধারণ ক্ষমতার বেশি রোগী অবস্থান করছে। স্থান সংকুলান না ৫০ বেডের একটি নতুন করোনা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। সদর হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার জন্য ভিড় বেড়ে গেছে।

এতিম শিশুটিকে নান্দনিক জীবন উপহার দিলেন মহেশপুরের পৌর মেয়র আব্দুর রশিদ খাঁন

গর্ভে থাকা অবস্থায় বাবা মারা যান আর ৩ মাস আগে মারা যান একমাত্র আশ্রয়ের স্থান মা তারপর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে ভিক্ষা করে জোটে দিনের আহার রাতে ঘুমানোর জন্য স্থান হয় চায়ের দোকানের মাচান।

এমনি একটি ১১ বছর বয়সী শিশুর নাম হুসাইন, বাড়ি মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় ইউনিয়নের বাজার পাড়ায়। বাবা মৃত আবুল হাসেম ও মাতা মৃত কাজল রেখা।

একদিন সন্ধ্যায় শিশুটি মহেশপুর পৌরসভায় এসে রাত যাপনের অনুরোধ করলে মেয়র আব্দুর রশিদ খান তার সম্পর্কে জানতে চান। অতঃপর শিশুটি ছলছল জ্বল চোখে তার অসহায়ত্বের গল্প বলে।

মেয়র তার সমস্ত কথা শুনে এলাকায় খোজ খবর নিয়ে ঘটনার সত্যতা জানার পর তাকে মহেশপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন এবং যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন।

এখন শ্যামকুড় ইউনিয়নের সেই ১১ বছরের এতিম শিশু হুসাইন এখন মানুষের মতো মানুষ হবার স্বপ্ন দেখছে। চোখে মুখে ভাসছে খুশির জোয়ার।

মহেশপুরে সেচ্ছাসেবকলীগ নেতার জীবন কেড়ে নিলো মরণব্যাধি করোনা ভাইরাস

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মহেশপুর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক মিজানুর রহমান আশিক (৩৫) এর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

সোমবার সকালে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তিনি মহেশপুর উপজেলার নাটিমা গ্রামের মৃত বাকের উদ্দিনের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মিজানুর রহমান আশিক গত ৪জুন জ্বরে আক্রান্ত হন। প্রথমে বাসায় থেকে তিনি চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। কয়েক দিন পর জ্বরের সঙ্গে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।

সেখানে করোনাভাইরাসের শনাক্ত করার জন্য তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয় পরে নমুনা পরিক্ষার প্রতিবেদনে করোনা পজিটিভ আসে। অত:পর যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁর চিকিৎসা চলমান ছিল। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঝিনাইদহে ২৪ ঘন্টায় ৯৫ জন করোনায় আক্রান্ত, মারা গেছে ৪ জন

ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে আরও ৪ জন। নতুন করে শনাক্ত হয়েছে ৯৫ জনের। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৪’শ ৯১ জনে।

ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, সোমবার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাবে পরীক্ষা করা ২০৫ জনের মধ্যে ৯৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তের হার ৪৬ দশমিক ৩৪ ভাগ। তিনি জানান, গত ১৩, ১৪ ও ১৭ জুন তারিখে সংগ্রহকৃত নমুনার ফলাফলে এ তথ্য এসেছে।

আক্রান্তদের মধ্যে ঝিনাইদহ সদরে ৪৩ জন, শৈলকুপায় ১৯ জন, কালীগঞ্জে ১৬ জন, হরিণাকুন্ডুতে ৭ জন, কোটচাঁদপুরে ১ জন ও সীমান্তবর্তী জেলা মহেশপুরে ৯ জন রয়েছে। ২৪ ঘন্টায় ৪ জনের মৃত্যুতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ৭০ জনে।

এদিকে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে সদর পৌরসভাসহ ৬ টি পৌরসভা এলাকায় চলাচলে বিধি-নিষেধ জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সকাল থেকে পৌরসভা এলাকার গুরুত্বপুর্ন মোড়ে মোড়ে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে অভিযান চালাচ্ছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশিদ জানান, ৫০ বেড়ের করোনা ওয়ার্ডে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী রোগ ভর্তি আছে। স্থান সংকুলান না ৫০ বেডের একটি নতুন করোনা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। সদর হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার জন্য ভিড় লেগে গেছে।

ঝিনাইদহে রাস্তা নির্মাণ নিয়েও কাঁদা ছোড়াছুড়ি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের জিথর ভবানীপুর গ্রামে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে কাঁদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে। গ্রামের কথিত একটি অংশ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে বাঁধাগ্রস্থ করতে উঠে পড়ে লেগেছে অভিযোগ গ্রামবাসীর। আজ তারাই জিথর ভবানীপুর গ্রামের এই রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে কাঁদা ছোড়াছুড়ি করছে। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমসহ নাম সর্বত্র কিছু অনলাইন পোর্টালে এ নিয়ে সংবাদ প্রচার করেছে। এ

ই সংবাদের সূত্র ধরে,সোমবার সরেজমিনে জিথর ভবানীপুর গ্রামে যাদের জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে,গ্রামবাসী,স্থানীয় মাতব্বরের সাথে কথা বলে জানা যায়, ৫০বছরের অধিক সময় ধরে এই গ্রামটি অবহেলিত। কাঁদা পানি হলে এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যেত না। গ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির জন্য চেয়ারম্যান গ্রামের মানুষকে এক সাথে নিয়ে সরকারি আমিন দিয়ে মাপ যোগ করে সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে রাস্তাটি নির্মাণ করেন। এদিকে যাকে মারধর করে জোর করে উঠানের মাঝ দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে,সেই মনতোষ মন্ডল বলেন,এখানে মারধর বা জোর করার কোন ঘটনা ঘটেনি।

যারা নিউজ করেছে তাদের সাথে আমার দেখা বা কোন কথাও হয়নি। বরং রাস্তা নির্মাণ করায় আমার জন্য ভালো হয়েছে। আগে বাড়িতে সাইকেল,ভ্যান নিয়ে আসতে পারতাম না। এখন সহজেই আসতে পারছি। রাস্তা নির্মাণ কাজে জমি দেওয়া প্রশান্ত বিশ্বাস, তরুণ কুমার লস্কর ও অনন্ত বসু বলেন,আমাদের দীর্ঘদিনের দাবির জন্য চেয়ারম্যান সকলের মতামতের ভিত্তিতে রাস্তাটি নির্মাণ করেন। আগে আমাদের চলাচলে অনেক অসুবিধা হতো। জিথর ভবানীপুর গ্রামের গ্রাম্য মাতব্বর সুনিতি বিশ্বাস তিনিও এই রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রাস্তা নির্মাণের সার্বিক বিষয় জানতে চাইলে,ফুরসন্দি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ্যাড.আব্দুল মালেক জানান,জিথর ভবানীপুর গ্রামেই আমার বাড়ি। এই গ্রামটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্রামবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে এক সাথে নিয়ে এমন কি সরকারি আমিন দিয়ে মাপ যোগ করে পিআইও অফিসের ইঞ্জিনিয়ার এনে ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়াল অনুযায়ী ফ্ল্যাট সলিংয়ের এ রাস্তা করা হয়েছে।

যারা এখন এ রাস্তা নির্মাণের বিরোধিতা করছে,তারা উন্নয়ন চাই না এবং রাস্তা নিয়ে যে সকল অভিযোগ করা হচ্ছে তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।যারা এই উন্নয়নমূলক কাজে বিভ্রান্তিমুলক প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে আসলে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন গ্রামকে শহরে রুপান্তরিত করার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। তাই এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুবিধাভোগী গ্রামবাসী।